



130229 - মসজিদে জন্য দানকৃত সম্পদে যাকাত নহে

প্রশ্ন

এলাকার লোকেরা মসজিদ বানানোর জন্য দান করছে। কিন্তু কিছু কারণে আমরা মসজিদটি বানাতে পারিনি। এর মধ্যে এক বছর হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এই সম্পদে উপরে কি যাকাত ফরয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মসজিদে মত কোন পাবলিক প্রতিষ্ঠান কিংবা গরীবদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পদে যাকাত নহে। কেননা এ সম্পদে সুনর্দিষ্ট কোন মালিকি নহে।

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৫/৩১১) বলেন: “যদি পশুসম্পদ কোন সাধারণ খাতে ওয়াক্ফ করা হয়; যমেন গরীবদের জন্য, মসজিদে জন্য, মুজাহিদদের জন্য, ইয়াতীমদের জন্য এবং অনুরূপ কোন খাতে; তাতে যাকাত নহে। কেননা এর কোন নর্দিষ্ট মালিকি নহে।”[সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন: “ওয়াক্ফকৃত বাগানরে ফলফলাদি ও ওয়াক্ফকৃত জমরি ফসলাদি যদি মসজিদ, ব্রজি, মাদ্রাসা, গরীব মানুষ, মুজাহিদ, ভনিদশৌ মানুষ, ইয়াতীম, বধিবা কিংবা এ জাতীয় সাধারণ খাতরে জন্য ওয়াক্ফকৃত হয়; তাহলে তাতে যাকাত নহে। আর যদি নর্দিষ্ট কোন ব্যক্তরি জন্য বা নর্দিষ্ট ব্যক্তসিকলরে জন্য কিংবা নর্দিষ্ট কোন ব্যক্তরি সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তাহলে এতে উশর (এক দশমাংশ) যাকাত আবশ্যক হবে; এ ব্যাপারে কোন মতভেদে নহে। কেননা তারা ফল ও ফসলরে পরপূরণ মালিকি। তারা এগুলোর মধ্যে সব ধরণরে হস্তক্ষেপে করতে পারে।”[আল-মাজমু (৫/৪৮৩) থেকে সমাপ্ত]

‘আল-ফুরু’ গ্রন্থে (২/৩৩৬) এসছে: “কোন অনর্দিষ্ট ব্যক্তরি জন্য কিংবা মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানার জন্য ওয়াক্ফ করলে তাতে যাকাত নহে।”[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

আমার কাছে মসজিদ বানানোর জন্য দানকারীদের দয়োগ কিছু অর্থ আছে। এ অর্থ আমার কাছে এক বছররে বেশী সময় পড়ে আছে। এ সম্পদে উপরে কি যাকাত আছে; নাকিনাই?



জবাবে তিনি বলেন: “এতে কোনরূপ যাকাত নহে। কেননা এ সম্পদরে মালকিরো তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করছেন। আপনার উচতি অবলিম্বে সটো বাস্তবায়ন করা।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৪/৩৭) থেকে সমাপ্ত]

তাই মসজদি বানানোর জন্য জমাকৃত অর্থে যাকাত ফরয নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।